যায়যায়দিন

তারিখ ..... 7 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ২

ভারপ্রাপ্তদের ভারে স্থবির চবি প্রশাসন

চবি প্রতিনিধি

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে স্থায়ীভাবে নিয়োগদানের নিয়ম রয়েছে 'ছাত্র পরামর্শক ও নির্দেশনা' পদটির জন্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৪৩ বছর পার হতে চললেও ওই পদে এখন পর্যন্ত কাউকে নিয়োগ না দেয়ায় এমন পদ সম্পর্কেই জানে না শিক্ষার্থীরা। 'ছাত্র পরামর্শক ও নির্দেশনা' পদটির মতোই আরো অন্তত ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ পদে সর্বোচ্চ ১৬ বছর ধরে বিভিন্ন মেয়াদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ না করে ভারপ্রাপ্ত দিয়েই চলছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ ১১টির মধ্যে স্থায়ী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত আছেন তিনজন।

এসব ভারপ্রাপ্তের অনেকেই অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রশাসনের সব দপ্তরে কাজের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে শঙ্কুক গতি। ফলে ভারপ্রাপ্তদের ভারে স্থবির হয়ে পড়েছে চবি প্রশাসন।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে রেজিস্ট্রার, কলেজ পরিদর্শক, গ্রন্থাগারিক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, হিসাব নিয়ামক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালক, চিফ মেডিক্যাল অফিসারসহ ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ পদ ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে চালানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩-এ ওই পদগুলোতে স্থায়ীভাবে নিয়োগের ব্যাপারটি বলা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত এসব পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিলে প্রশাসকদের চাপমুক্ত থেকে কাজ করা সম্ভব বলে জানালেন নিয়োগপ্রাপ্তদেরই কয়েকজন।

এদিকে ১৯৯১ সালে সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম (আরআই) চৌধুরীর সময় থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৭ বছর ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ রেজিস্ট্রারের দপ্তর। ১৯৯২ সালের শুরুতে মাহবুবুল হক মজুমদারের পর জহরুল আলম চৌধুরী, আহমেদুল হক চৌধুরী, ইদ্রিস মিয়ানসহ এ পদে ছিলেন চারজন। বর্তমানে এ পদে আছেন জহরুল ইসলাম। এরই মধ্যে বর্তমান রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে অদক্ষতা, দুর্নীতি ও আগের ডিসিকে তোষামোদী করে নিজের অবস্থান ধরে রাখার নানা অভিযোগ করেছেন প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী। এ ব্যাপারে কথা বলতে চাইলে রেজিস্ট্রার জহরুল ইসলাম সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন না মর্মে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন।

ওই পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগের জন্য আটবার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পরও নিয়োগ না দেয়ায় ক্ষোভ ও অনিয়মের অভিযোগ করেছেন ওই পদে আবেদনকারী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক শিক্ষক-কর্মকর্তা।

তবে হিসাব নিয়ামকের জন্য চারবার, গ্রন্থাগারিকের জন্য ১০ বার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের জন্য চারবার, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালকের জন্য চারবার, প্রধান মেডিক্যাল কর্মকর্তার জন্য চারবার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েও পুরোপুরি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক না পাওয়ায় স্থায়ীভাবে নিয়োগ সম্ভব হয়নি বলে জানান ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) মিহির কান্তি চৌধুরী।

এদিকে ১৯৯০ সাল থেকে প্রধান গ্রন্থাগারিক পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে এখন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করছেন চারজন। বর্তমানে এ গুরুত্বপূর্ণ পদটিতেও ভারপ্রাপ্ত হয়ে আছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনিসুল ইসলাম। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ ও ইন্সটিটিউটের জন্য কলেজ পরিদর্শক পদে আছেন ডেপুটি রেজিস্ট্রার আবদুল মাবুদ মল্ল।

বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১২টি কলেজ ও ইন্সটিটিউট (চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং) রয়েছে।

এছাড়া হিসাব নিয়ামকের পদটিও ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলে আসছে ১৬ বছর ধরে। বর্তমানে এ পদে আছেন মু. আবদুল মোনায়েম। একইভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদও ১৬ বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চালানো হচ্ছে।

বর্তমানে এ পদে আছেন ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের প্রফেসর ড. মোজাফ্ফর হোসাইন। চিফ মেডিক্যাল অফিসার পদে চার বছর ধরে একইভাবে আছেন ডা. মো. তফাজ্জল হোসেন।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে কমপক্ষে ছয়-সাত দপ্তর চলছে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিয়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চবি কলেজ অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রশাসন, তথ্য ও জনসংযোগ অফিস, পরিবহন দপ্তর, নিরাপত্তা দপ্তর ও গবেষণা পরিচালনা দপ্তর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক রাখলে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া ডিসি ও উর্ধ্বতনরা তাদের আজ্ঞাবহ রেখে যে কোনো কাজ করতে বাধ্য করতে পারেন। কারণ ভারপ্রাপ্ত প্রশাসকরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান না বদলি কিংবা প্রত্যাহারের ভয়ে।

এ ব্যাপারে উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ যায়যায়দিনকে বলেন, আমরা এসব পদে স্থায়ী নিয়োগের ব্যাপারে অচিরেই সিদ্ধান্ত নেবো।,তবে একটু সময়ের প্রয়োজন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সেক্রেটারি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৩ অ্যাক্ট অনুযায়ী সিনেট ও সিন্ডিকেট নির্বাচন হলে উপাচার্য থেকে শুরু করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে এমনটি ঘটতো না। একই বিষয়ে বর্তমান শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারি ড. মোহাম্মদ কামরুল হুদা বলেন, অতীতের সব ভুলে দ্রুত এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থায়ীভাবে সঠিক ও যোগ্য প্রশাসক নিয়োগ দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জরুরি।

শিক্ষা সমস্যা

৪২ বছরেও নিয়োগ হয়নি ছাত্র পরামর্শক